قال الله تعالى: فصل لربك و انحر

কুরবানি ও আকিকা
তাৎপর্য ও মাসাইল

হযরতুল আল্লাম মুফতি নূর আহমদ দা. বা.

প্রধান মুফতি

দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ইত্তিহাদ
পা ব লি কে শ ন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২
Email : ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/ettihadpublication

বই	কুরবানি ও আকিকা: তাৎপর্য ও মাসাইল
লেখক	হযরতুল আল্লাম মুফতি নূর আহমদ দা. বা.
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক
পরিবেশক	বাংলার প্রকাশন
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি.কম, ওয়াফিলাইফ
প্রচ্ছদ	শামীম আল হুসাইন
ইত্তিহাদ সংস্করণ	জিলকদ ১৪৪৩ হিজরি/জুন ২০২২ ঈসায়ী
প্রথম প্রকাশ	১০ রমযান ১৪১০ হিজরি
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
মূল্য	৮০ (আশি) টাকা মাত্র

সূচিপত্র

কুরবানি ও তার হুকুম ---------- ৭
কুরআনের দৃষ্টিতে জিলহজ মাসের ফজিলত ---------- ৯
হাদিসের দৃষ্টিতে জিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের ফজিলত ---------- ৯
তাকবিরে তাশরিক ---------- ১১
তাকবিরে তাশরিকের শব্দসমূহ ---------- ১১
একটি বিস্ময়কর ঘটনা ---------- ১১
ঈদের দিনের সুন্নাতসমূহ ---------- ১৩
ঈদের নামায ও তা আদায়ের নিয়ম ---------- ১৩
কুরবানির ফজিলত ---------- ১৮
যাদের উপর কুরবানি করা ওয়াজিব ---------- ২০
কুরবানির দিন ---------- ২৩
কুরবানির সময় ---------- ২৩
কুরবানির পশু ---------- ২৫
শরিকি কুরবানি ---------- ২৮
মানতের কুরবানি ---------- ৩১
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি ---------- ৩১
কুরবানির সুন্নাত তরিকা ---------- ৩২
কুরবানির গোশত সম্পর্কীয় মাসআলা ---------- ৩৬
কুরবানির পশুর চামড়া ---------- ৩৯
হেদায়াত ---------- ৪০
আহকামে আকিকা ---------- ৪১
আকিকার গোশত ---------- ৪৫
এ বিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় মাসআলা জেনে রাখা দরকার ---------- ৪৫
যমজ সন্তানের আকিকা ---------- ৪৭
হিজড়া সন্তানের আকিকা ---------- ৪৭
উপসংহার ---------- ৪৮

লেখকের কথা

الحمد للذات الوهاب الكريم والصلوة والسلام علي سيدنا شفيع المذنبين وعلى اله الطاهرين المهتدين وعلى من اقتبس لخدمة هذا الدين المتين، اما بعد

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ ভুবনে পাঠিয়েছেন। আমাদের সাথে এমন কিছু মাধ্যম দিয়েছেন, যার মাধ্যমে প্রভুর সাথে গভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসার বন্ধন গড়ে ওঠে। এ নশ্বর পৃথিবীতে তাঁকে ভুলে ধন-সম্পদের প্রেম হৃদয়ে গেঁথেছি, নাকি সবকিছুর মাঝে কেবল এক আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বানিয়েছি লক্ষ্যবস্তু, এর যাচাই করতে আল্লাহ তায়ালা যেসব বিধান আরোপ করেছেন, তার মধ্যে কুরবানি অন্যতম। আর- গুরুত্বপূর্ণ এ ইবাদতটি কীভাবে নিখুঁত ও স্বচ্ছ হয়, এজন্য প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু নিয়ামাবলিও বাতলিয়ে দিয়েছেন। সে বিষয়গুলো সামনে রেখে সংক্ষিপ্তাকারে কুরবানি ও আকিকা সংক্রান্ত কিছু আলোচনা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যে বিষয়গুলো আমাদের সদা-সবর্দা লক্ষণীয় ও প্রয়োজনীয়। যা না হলে আমাদের কুরবানি অসম্পূর্ণ রবে কিংবা বৃথা যাবে। এ সংস্করণে আকিকার বিষয়টি সংযোজন করেছি। যেহেতু এটা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ ও লাভজনক একটি ইবাদত। এ সামান্য শ্রম তখনই সার্থক হবে, যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করবেন ও পাঠকরা ইখলাসের সাথে আমল করবেন। আল্লাহর রহমতের বারিধারায় সিক্ত হতেই এই প্রয়াস। যারা এ গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দ্বীনের খাদেম হিসেবে কবুল করুন ।

আপনাদের মকবুল দোয়ায় স্মরণপ্রার্থী

বান্দা নূর আহমদ

খাদেম, দারুল উলুম হাটহাজারী।

তারিখ ঃ ০৪-১১-১৪০৮ হিজরি।

কুরবানি ও তার হুকুম

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা ঈদুল আযহার দিনকে এ উম্মতের জন্য মনোনীত করে এতে ঈদ প্রবর্তনের জন্য আমাকে আদেশ করেছেন।'

যে বিষয়গুলো ঈদুল আযহাকে সার্থক ও আলোকোজ্জ্বল করেছে, তার মধ্যে কুরবানি অন্যতম। কুরবানি আরবি শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে, কাছে আসা, নৈকট্য অর্জন বা পুণ্য।

শরিয়তের পরিভাষায় কুরবানি হলো,

هى ذبح حيوان محصوص بنية القربة في وقت مخصوص بطرق مخصوص.

অর্থ : কোনো নির্দিষ্ট পশুকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিমিত্তে জবেহ করাকে কুরবানি বলে।[১]

এ কুরবানি উম্মতে মুহাম্মদির জন্য কোনো নতুন প্রথা বা নির্দেশনা নয়। কেননা কুরআনের দাবি,

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّ احِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ؕ وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ.

অর্থ : আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানি নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু জবেহের সময় 'আল্লাহ'-এর নাম উচ্চারণ করে। অতএব, তোমাদের প্রভূ তো একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তারই আজ্ঞাধীন থাকো এবং বিনয়াবনতদের সুসংবাদ দাও।[২]

কুরবানির হুকুম :

কুরবানির হুকুম নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের একদলের মতে কুরবানি ওয়াজিব। এ মতের পক্ষে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. সহ ইমাম আওযায়ী, ইমাম লাইস রহ.-ও রয়েছেন।

[১] ফাতাওয়ায়ে শামী ৯/৪৫২।

[২] সুরা হজ : আয়াত-৩৪।

তারা দলিল হিসেবে কুরআনের এ বাণী উল্লেখ করেন–

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ

অর্থ : তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কুরবানি করো।[৩]

অতঃপর বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ পালন করা ওয়াজিব।

তারা নিজেদের দাবির পক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীও পেশ করেছেন–

عن أبي هريرة رض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحى فلا يقربن مصلانا.

অর্থ : রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে।[৪]

يا أيها الناس، ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية .

অর্থ : হে মানবসকল; প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্ব হলো প্রতি বছর কুরবানি দেয়া।[৫]

কুরবানির প্রতি হাদিসের এ গুরুত্বারোপ এবং না করার প্রতি হুশিয়ারি কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

ইমামদের আরেকদল কুরবানিকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলেছেন। এটি ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক রহ. এর প্রসিদ্ধ মত। এ মতের প্রবক্তারা বলেন, সামর্থ্য থাকার পরও যারা কুরবানি পরিত্যাগ করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিৎ । কারণ কুরবানি ইসলামের একটি নিদর্শন।

কুরবানি সুন্নাত দাবির দলিল হিসেবে তারা উল্লেখ করেন–

إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد ان يضحي فلايأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا.

[৩] সুরা কাওসার : আয়াত- ২।

[৪] মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা-৩১২৩, হাদিসটি হাসান।

[৫] মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা-৩১২৫ হাদিসটি হাসান।

অর্থ : তোমাদের মাঝে যে কুরবানি করতে চায়, সে যেন জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার পর কুরবানি সম্পন্ন করার আগে তার চুল, নখ না কাটে।[৬]

এ হাদিসে 'কুরবানি করতে চায়' কথা দ্বারা বুঝা যায়, কুরবানি ওয়াজিব নয়। এছাড়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের মধ্যে যারা কুরবানি করেনি, তাদের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কাজ দ্বারা বুঝা যায়, কুরবানি করা ওয়াজিব নয়।

কুরআনের দৃষ্টিতে জিলহজ মাসের ফজিলত

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَالفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوتْرِ ۞

অর্থ : শপথ ফজরের, শপথ দশ রাত্রির, যা জোড় ও বেজোড়।[৭]

আয়াতে শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। যার ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন–

عن ان ابن عباس رض عنه أنها العشر الأول من ذي الحجة و هو قول قتادة و مجاهد والضحاك والسدى الكلبى.

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. কাতাদাহ রহ. ও মুজাহিদ রহ. প্রমুখ তাফরিরবিদদের মতে দশরাত বলতে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ দশদিন সর্বোত্তম দিন।[৮]

হাদিসের দৃষ্টিতে জিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের ফজিলত

عن ابى هريرة (رض) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام احب الى الله ان يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة و قيام كل ليلة منها بقيام ليلة العدر.

[৬] মুসলিম-১৯৭৭।
[৭] সুরা ফাজর : আয়াত-১।
[৮] তাফসিরে কুরতুবি, ২০/৩৯, তাফসীরে মাযহারী ১০/২৫৩।

قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث غريب. و قال الحافظ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর ইবাদতের জন্য জিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের চেয়ে অধিক উত্তম আর কোনো দিন নেই। এর প্রতিদিনের রোযা এক বছরের রোযার সমতুল্য এবং প্রতিটি রাত শবে কদরের মত মর্যাদাবান।[৯]

সুতরাং ১লা জিলহজ থেকে ৯ই জিলহজ পর্যন্ত প্রত্যেকের উচিৎ এর প্রতিদিন রোযা রাখা এবং প্রতি রাত ইবাদাতে ব্যয় করা।

عن قتادة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة احتسب على ا لله ان يكفر السة اى قبله والسنة التى بعده.

অর্থ : হযরত আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত; প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি আল্লাহর দরবারে দৃঢ় আশাবাদী যে, তিনি ৯ই জিলহজের একটি রোযার বিনিময়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।[১০]

عن عائشة رض قالت كان رسول الله (ص) يقول صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم.

باب في الصيام. تخصيص يوم عرفة بالذكر. إسناده ضيف فيه : دلهربن صالح الكندر. ضيعف (المعجم الاوسط

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আরাফার দিনের রোযা এক হাজার দিন রোযার সমতুল্য।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈদের রাতে ইবাদাতে মশগুল থাকবে, সে ঐ দিন অস্থির হবে না, যেদিন (কিয়ামত) সবাই ব্যাকুল হয়ে পড়বে।

[৯] তিরমিযী ১ম খণ্ড, হাদিস নং ৭৫৮, মেশকাত ১ম খণ্ড, ১২৮ পৃ.।
[১০] মুসলিম শরিফ-১ম খণ্ড, ৩৬৭ পৃ., হাদিস নং ১১৬২।

তাকবিরে তাশরিক

আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই জিলহজ ফজরের নামায থেকে শুরু করে ১৩ই জিলহজ আসর পর্যন্ত প্রতিটি ফরজ নামাযের শেষে (সে নামায একাকী পড়া হোক বা জামাতে, পুরুষ হোক বা মহিলা) সবাইকে একবার তাকবির বলা ওয়াজিব। এ তাকবির পুরুষরা উচ্চস্বরে এবং মহিলারা অনুচ্চস্বরে পড়বে।

* تكبيرات التشريق بعد صلوة الفجر من يوم عرفة و يختم عقيب صلوة العصر من يوم النحر [১১]

والجهربه واجب و قبل سنة قهستانى.

و فى حاشية الطحاوى على مراقى الفلاح. و المرأة تخفض صوتها دون الرجال لانه عورة (و المرأة تخفض صوتها) بحيث تسمع نفسها.[১২]

তাকবিরে তাশরিক একবারের বেশি বলা উল্লেখ নেই। তাই একবারের বেশি বলা সুন্নাহপরিপন্থি।

তাকবিরে তাশরিকের শব্দসমূহ

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَآ إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাকার ইমাম বদরুদ্দিন আইনি রহ. মাবসুত ও কাজিখান কিতাবদ্বয় থেকে হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থে নকল করেছেন, সাইয়্যিদুনা হযরত ইবরাহিম আ. যখন আপন পুত্র ইসমাঈল আ. কে জবেহ করতে প্রস্তুত হলেন, তখন হযরত জিবরাইল আ. আল্লাহর হুকুমে বেহেশত থেকে একটি দুম্বা নিয়ে রওয়ানা হয়।

জিবরাইল আ. এর সন্দেহ হচ্ছিল যে, দুম্বা নিয়ে জমিনে পৌঁছার পূর্বেই তিনি জবেহ কার্যসম্পন্ন করে ফেলবেন। তাই জিবরাইল আ. আকাশ

[১১] হিদায়া ১/২৭৫।
[১২] ফাতাওয়ায়ে শামী ২/১৭৮।

থেকেই উচ্চস্বরে اللهُ أكبر اللهُ أكبر তাকবির পাঠ করেন। তাকবিরের আওয়াজ শুনে হযরত ইবরাহিম আ. আকাশেপানে তাকিয়ে দেখলেন জিবরাইল আ. একটি দুম্বা নিয়ে তার নিকট আসছেন।

তাই তিনিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, لا إله إلا الله والله أكبر পিতার মুখে তাওহিদের বাণী শুনে হযরত ইসমাঈল আ. আল্লাহর জালাল ও হামদ পেশ করে উচ্চারণ করেন, الله أكبر ولله الحمد।

একজন স্বর্গীয় দূত, একজন নবি ও একজন ভাবীনবি- তিন মহান ব্যক্তিত্বের এ আমল আল্লাহ পাকের দরবারে এতই পছন্দনীয় হলো, যা উম্মতে মুহাম্মদীর আমলে পরিণত করে কিয়ামত অবধি উচ্চারিত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

قوله هو المأثور عن الخليل. و اصله آن جبريل عليه السلام لما جاء بالفداء خاف العجلة على ابراهيم فقال الله اكبر الله اكبر قلما رأه ابراهيم عليه الصلاة و السلام قال لا اله الا الله والله اكبر فلما علم اسماعيل الفداء قال الله اكبر و الله الحمد[১৩]

● নফল, বিতির ও জানাযা নামাযের শেষে তাকবিরে তাশরিক নেই।[১৪]

و خرج به الواجب كالوتر والعيدين و النفل ——— وخرج بالعينى الجنازة فلا يكبر عقبها [১৫].

● ঈদুল আযহার নামাযের শেষে তাকবিরে তাশরিক বলা উত্তম।

وعند البلخيين يكبرون عقب صلاة العيد لادائها بجماعة كالجمعة. وعليه توارث المسلمين فوجب اتباعة.

● মাসবুক নিজ নামায শেষ করে তাকবির বলবে।

والمسبوق يكبر وجوبا كاللا حق لكن عقب القضاء لما فاته[১৬]

[১৩] ফাতাওয়ায়ে শামী ৩/৬২।
[১৪] আলমগীরী।
[১৫] ফাতাওয়ায়ে শামী ৩/৬৩।

● আইয়ামে তাশরিক ছাড়া অন্য সময়ের কাজা নামায আইয়ামে তাশরিকে আদায় করলে, আইয়ামে তাশরিকের নামায অন্য দিনে আদায় করলে বা এক বছরের আইয়ামে তাশরিকের নামায অন্য বছর আদায় করলে তাকবির বলতে হবে না।

والمسألة رباعية. فائتة غير العيد قضاها فى ايام العيد. فائتة ايام العيد قضاها غير ايام العيد فائته ايام العيد قضاها في ايام العيد من عام آخر. فائته ايام العيد قضاها فى ايامالعيد من عامه ذلك ولا يكبر الا فى الاخير فقط.[১৭]

ঈদের দিনের সুন্নাতসমূহ

ঈদুল আযহার দিন যেসব কাজ সুন্নাত, তা হলো- প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠা, মিসওয়াক করা, গোসল করা, পরিষ্কার ও পবিত্র পোষাক পরিধান করা, খুশবু লাগানো, ঈদের নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া, ঈদগাহে যেতে উল্লিখিত তাকবির উচ্চস্বরে পড়া, ঈদগাহে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে আসা।

واستياكه واغتساله وتطيبه ولبسه احسن ثيابه.[১৮]

ويستحب يوم الفطر للرجل الاغتسال والسواك ولبس احسن ثيابه جديدا كان غسيلا. و يستحب التحتم و التطيب و التبكير و هو سرعة الانتباء، والا بتكار و هو المسارعة الى المصلى و الخروج الى مصلى ما شيا والرجوع فى طريق اخر. و الاضحى كاافطر فيها الا انه يترك الاكل حاى يصلى العيد[১৯]

ঈদের নামায ও তা আদায়ের নিয়ম

ঈদের নামায দুই রাকাত। যা আদায় করা প্রত্যেক বালেগ পুরুষের উপর ওয়াজিব। মহিলাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয়, তা ঈদুল ফিতর হোক বা ঈদুল আযহা।

[১৬] আদ-দুররুলমুখতার ৩/৬৫।
[১৭] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ৯৭ পৃ:, শামী ৩/৬৩।
[১৮] ফাতাওয়ায়ে শামী ৮/৮৪।
[১৯] আলমগীরী ১/১৪৯-১৫০।

ঈদের নামায সাধারণ নামাযের মতই পড়তে হয়। তবে প্রথম রাকাতে ছানা পড়ার পর কেরাত পড়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলা ওয়াজিব। তাকবির বলার নিয়ম হচ্ছে, আল্লাহু আকবার বলে হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে এবং না বেঁধে ছেড়ে দিবে। এভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় তাকবির বলবে। শেষ তাকবির অর্থাৎ তৃতীয় তাকবির বলার সময় হাত উঠিয়ে নাভির নিচে বেঁধে ফেলবে এবং প্রথম রাকাত সাধারণ নামাযের নিয়মেই শেষ করবে।

দ্বিতীয় রাকাতে সাধারণ নামাযের মতই কেরাত শেষ করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে আবার অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম তাকবির বলার পর উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাতে হবে এবং প্রতিবারই হাত না বেঁধে ছেড়ে দিতে হবে। চতুর্থবার তাকবির বলে রুকুতে চলে যাবে। এরপর সাধারণ নিয়মেই বাকি নামায শেষ করতে হবে।

و يصلى الامام بهم ركعتين مشنيا اى قارئا الامام. وكذا للمؤتم الثناء قبلها فى ظاهر الرواية لانه شرع فى اول الصلاة. وسميت زوائد لزيادتها على تكبيرة الاحرام والركوع. واشار الى ان التعوذ يأتى به الامام بعد نا لانه سنة القراءة. وهى ثلاث تكبيرات فى كل ركعة.[২০]

ويصلى الامام ركعتين فتكبيرة الافتتاح ثم يستفتح ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ جهراثم يكبر تكبيرة الركوع فاذا قام الى الثانية قرأثم كبر ثلاثا و ركع بالرابعة فتكون التكبيرات الزوائد ستاثلاثا فى الاولى وثلاثا فى الاخرى و ثلاث اصليات تكبيرة الافتتاح وتكبيرتان للركوع فيكبر فى الركعتين تسع تكبيرات ويرفع يديه فى الزوائد.

ويرسل اليدين بين التكبياتين ولا يضع -[২১]

وليس بين تكبير اته ذكر مسنون ولذا يرسل يديه اى فى اثناء التكبيرات ويضعهما بعد الثالثة. كما فى شرح المنية.[২২]

[২০] আদ-দুররুলমুখতার ৩/৫৩।
[২১] ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১/১৫০, হিদায়া ১/১৭৩।
[২২] আদ-দুররুলমুখতার ৩/৫৭।